# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

**১৮ ডিসেম্বর (বুধবার)**

[**সময়কালঃ ১৮.১২.২০১৯–২২.১২.২০১৯**]

**ডিসক্লেইমার**

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

# <u>মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ</u>

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১-৩° হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিন সারা দেশে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। বিগত কয়েকদিন বৃষ্টিপাত হয়নি। ফলে দেশের সব জেলায় সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্ত পরিচর্যা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কুয়াশা দেখা দিলে দন্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আলু ও টমেটোর আগাম ধ্বসা রোগ প্রতিহত করার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি রোগের লক্ষণ দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ঠান্ডার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর সঠিক পরিচর্যা করতে হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা আলাদা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যেসব জেলায় গত চার দিন শুষ্ক আবহাওয়া ছিল এবং আগামী পাঁচ দিনও আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সে সব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

**কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

**আমন ধান:**

- দ্রুত ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করা ফসল রোদে শুকিয়ে, মাড়াই করে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।

**সবজি:**

- সেচ প্রদান করুন।
- বেগুন, টমেটো, মরিচ ও দেরিতে বপনকৃত ফুলকপি ও বাধাকপির চারা রোপণ সম্পন্ন করুন।
- টমেটোর পাতা কোকড়ানো রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি রগর মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মরিচের এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ক্যাপটান ৫০ ডব্লিউপি ০.২% মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- আলু ও টমেটোর আগাম ধ্বসা রোগ প্রতিহত করার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি রোগের লক্ষণ দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

**বোরো ধান:**

- সেচ প্রদান নিশ্চিত করে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- সকাল বেলা চারার ওপর জমে থাকা শিশির সরিয়ে ফেলুন।
- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের মাত্রা ২৫% এর বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন। ২৫% এর কম হলে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যেতে হবে।

**গম:**

- ১৭-২১ দিন পর হালকা সেচ প্রদান করুন। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং চারার ক্ষতি হয়।
- ১৭-২১ দিন পর প্রতি শতকে ৩০০-৪০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।

**সরিষা:**

- মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা, পাতলাকরণ ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- যথাযথ পরিমানে গাছের সংখ্যা বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণের ব্যবস্থা নিন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।

**ভুট্টা:**

- বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৩০ দিন পর অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের পর এক মাস পর্যন্ত আগাছা নিধন করতে হবে।

**মসুর:**

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের পর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা নিধন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।

**আলু:**

- হালকা সেচ প্রদান করুন। আলুর জমিতে তিনবার সেচ প্রদান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কন্দ লাগানোর ২৫ দিন পর প্রথম, ৬০ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ প্রদান করতে হবে।
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। কুয়াশাময় আবহাওয়া দীর্ঘায়িত হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।

- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

**চীনা বাদাম:**

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- বপনের ১৮-২০ দিন পর সেচ প্রদান করুন।

**উদ্যান ফসল:**

- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- কচি ফল গাছে সেচ প্রদান করুন।
- কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা থেকে রক্ষা করার জন্য মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে কলার কাঁদি ব্যাগিং করে দিতে হবে।
- আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় কলা গাছে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় কলার সিগাটোকা রোগ দেখা দিতে পারে। বেশি পরিমাণে আক্রান্ত পাতা কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে্ এবং প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে ৩০ দিন পর পর ৪ বার স্প্রে করুন।

**আখ:**

- আর্লি শুট বোরার ও রেড রট রোগ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- স্টেম বোরার আক্রমণ করলে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০% মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিন।
- পরিপক্ক আখ ঢলে পড়া থেকে বাঁচাতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন অথবা কয়েকটি আখ গাছ একসাথে বেঁধে দিন।

**পান:**

- বরজের চারপাশে শক্ত করে বেড়া দিন।
- খড় বা সুতি কাপড় দিয়ে পানের জমি ঢেকে দিন যাতে উত্তরের হাওয়ায় গাছের ক্ষতি না হয়।
- বরজের চারদিকে কচু গাছ থাকলে সরিয়ে ফেলুন কারণ এর মাধ্যমে গোড়া পচা ও কান্ড পচা রোগ ছড়াতে পারে।
- আগামী কয়েকদিন রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে কাজেই ফসল সংগ্রহ শুরু করুন।

**তুলা:**

- তুলার জমিতে বল তৈরির সময় পিংক বল ওয়ার্ম মথের আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রতি হেক্টরে ৫ টি করে ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন। প্রাথমিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫ মিলি হারে অ্যাজাডিরাকটিন ১৫০০ পিপিএম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরপিড ২০০ এসএল অথবা ডাইমেথয়েট ৩০ ইসি প্রয়োগ করুন।
- ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিষ্কার আবহাওয়ায় প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম (৫০%ডব্লিউপি) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

**গবাদি পশু:**

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।

**হাঁসমুরগী:**

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

**মৎস্য:**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।

# দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

**গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৮ ডিসেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলোঃ**

| বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | ০০ | ২৫.৭ | ১৬.২ | রাজশাহী | রাজশাহী | ০০ | ২৪.৪ | ১১.৪ |
| | টাঙ্গাইল | ০০ | ২৩.৮ | ১২.৫ | | ঈশ্বরদী | ০০ | ২৩.৮ | ১১.৮ |
| | ফরিদপুর | ০০ | ২৫.২ | ১২.৬ | | বগুড়া | ০০ | ২৪.৫ | ১৩.৩ |
| | মাদারীপুর | ০০ | ২৬.০ | ১৪.৬ | | বদলগাছী | ০০ | ২৪.০ | ১১.৬ |
| | গোপালগঞ্জ | ০০ | ২৫.৫ | ১৩.৫ | | তাড়াশ | ০০ | ২৩.৬ | ১২.২ |
| | নিকলি | ০০ | ২৫.০ | ১৪.০ | | | | | |
| | | | | | রংপুর | রংপুর | ০০ | ২৩.৭ | ১৩.০ |
| ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ০০ | ২৪.২ | ১৩.০ | | দিনাজপুর | ০০ | ২৩.৮ | ১৩.৭ |
| | নেত্রকোনা | ০০ | ২৫.৩ | ১২.৭ | | সৈয়দপুর | ০০ | ২৫.০ | ১৩.৫ |
| | | | | | | তেঁতুলিয়া | ০০ | ২১.৫ | ১৩.৩ |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ০০ | ২৮.৭ | ১৬.৭ | | ডিমলা | ০০ | ২৩.০ | ১৩.২ |
| | সন্দ্বীপ | ০০ | ২৭.২ | ১৫.৬ | | রাজারহাট | ০০ | ২২.৫ | ১০.৮ |
| | সীতাকুন্ড | ০০ | ২৭.৮ | ১৫.০ | | | | | |
| | রাঙ্গামাটি | ০০ | ২৭.৩ | ১৫.০ | খুলনা | খুলনা | ০০ | ২৫.৫ | ১৫.০ |
| | কুমিল্লা | ০০ | ২৬.১ | ১৪.০ | | মংলা | ০০ | ২৬.৩ | ১৬.৪ |
| | চাঁদপুর | ০০ | ২৬.৭ | ১৬.৬ | | সাতক্ষীরা | ০০ | ২৫.৫ | ১৫.৫ |
| | মাইজদীকোর্ট | ০০ | ২৬.৫ | ১৬.৫ | | যশোর | ০০ | ২৫.৬ | ১১.৮ |
| | ফেনী | ০০ | ২৭.০ | ১৪.৩ | | চুয়াডাঙ্গা | ০০ | ২৪.৪ | ১১.৯ |
| | হাতিয়া | ০০ | ২৬.৩ | ১৭.০ | | কুমারখালী | ০০ | ২৩.৮ | ১৩.৬ |
| | কক্সবাজার | ০০ | ২৯.০ | ১৮.৭ | | | | | |
| | কুতুবদিয়া | ০০ | ২৮.৫ | ১৭.৫ | বরিশাল | বরিশাল | ০০ | ২৭.০ | ১৪.৫ |
| | টেকনাফ | ০০ | ২৯.৬ | ১৮.২ | | পটুয়াখালী | ০০ | ২৭.০ | ১৬.১ |
| | | | | | | খেপুপাড়া | ০০ | ২৭.৫ | ১৬.১ |
| সিলেট | সিলেট | ০০ | ২৬.৫ | ১৪.৮ | | ভোলা | ০০ | ২৭.০ | ১৪.৮ |
| | শ্রীমঙ্গল | ০০ | ২৬.০ | ১১.৭ | | | | | |

**প্রধান বৈশিষ্ট সমূহঃ-ঃ**

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৮৯ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৪৭ মিঃ মিঃ ছিল।

**সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ**

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

# সপ্তাহের শেষে (১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

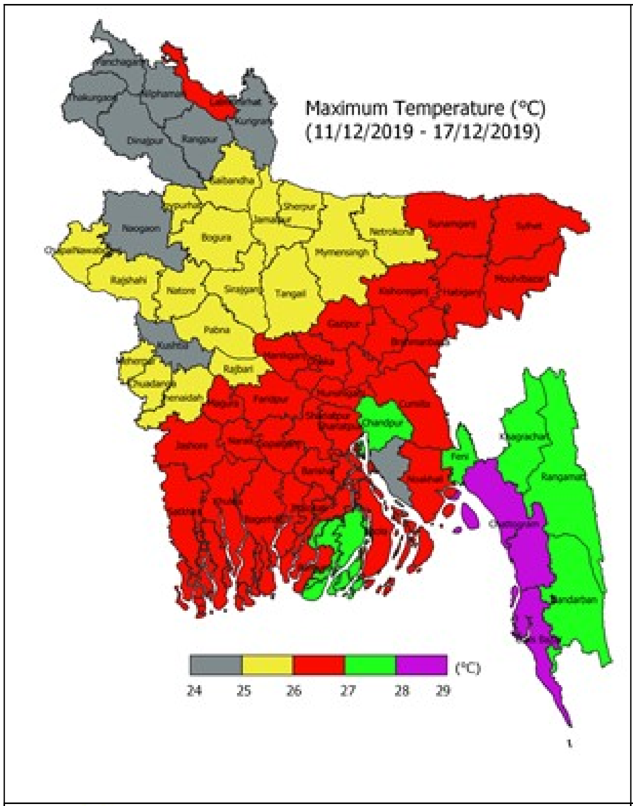


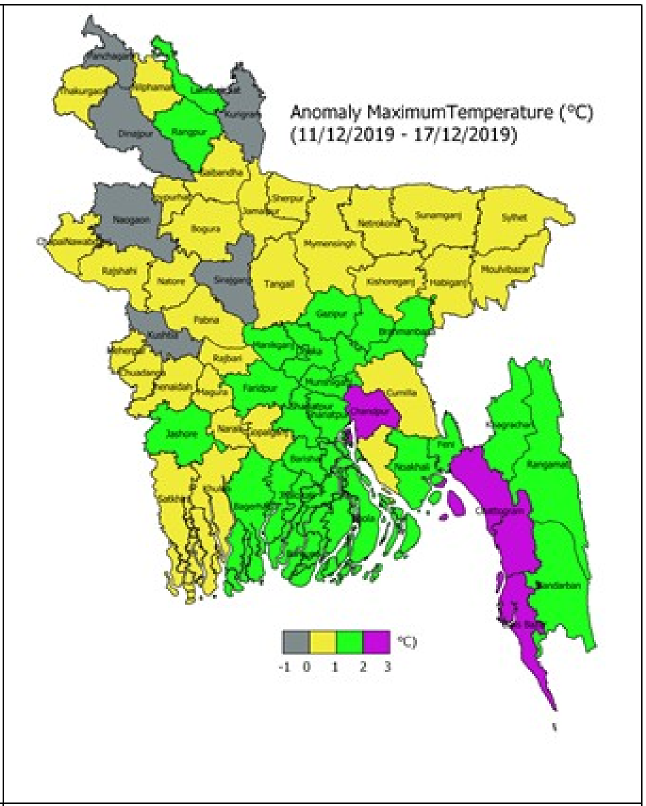


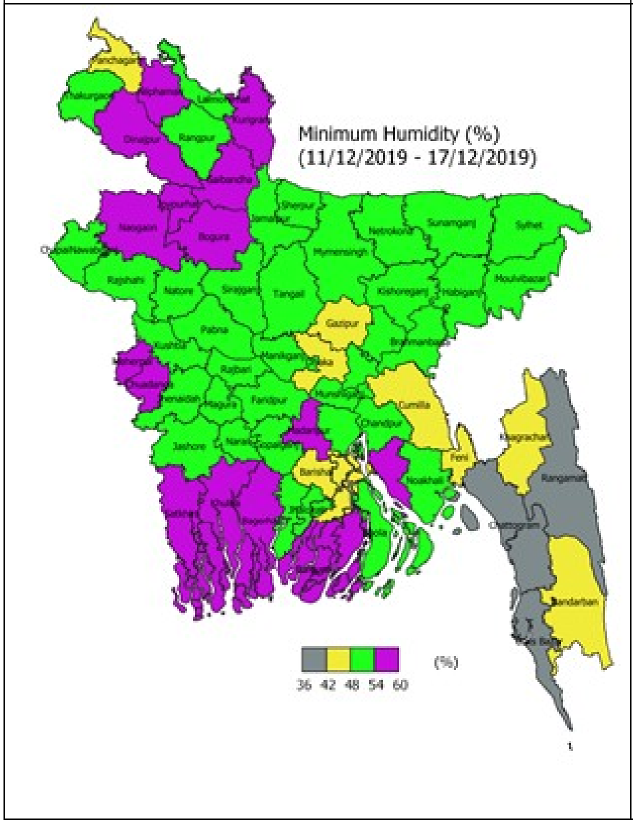


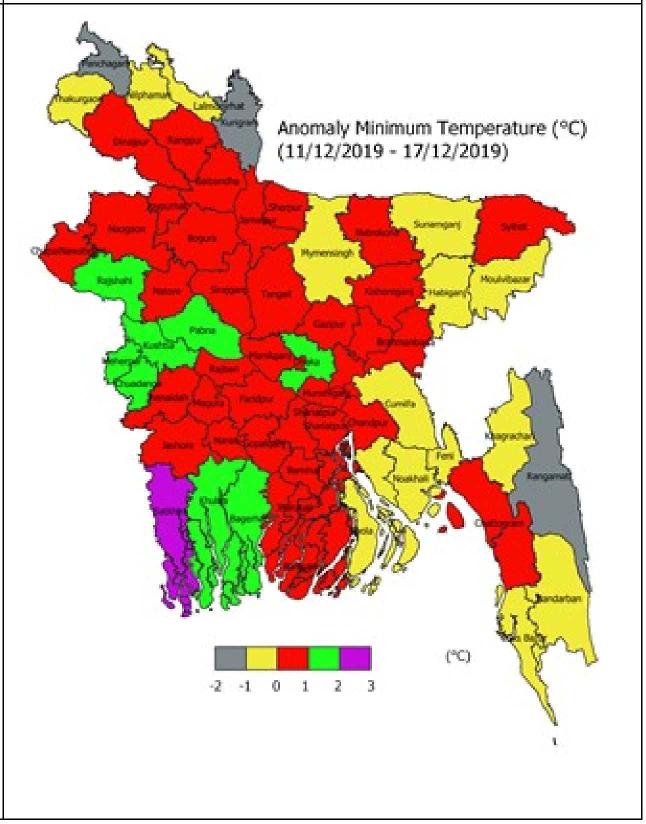

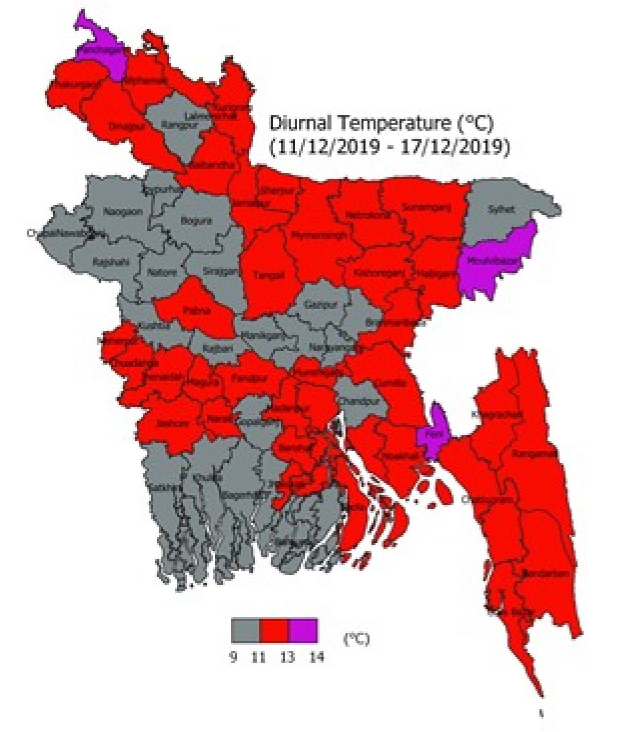
Diurnal Temperature (°C)
(11/12/2019 - 17/12/2019)
(°C)
9 11 13 14

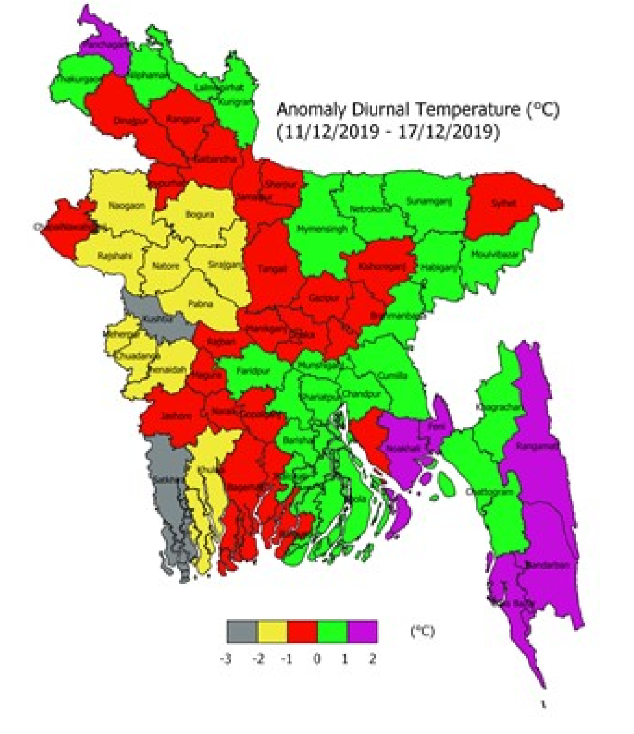
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(11/12/2019 - 17/12/2019)
(°C)
-3 -2 -1 0 1 2

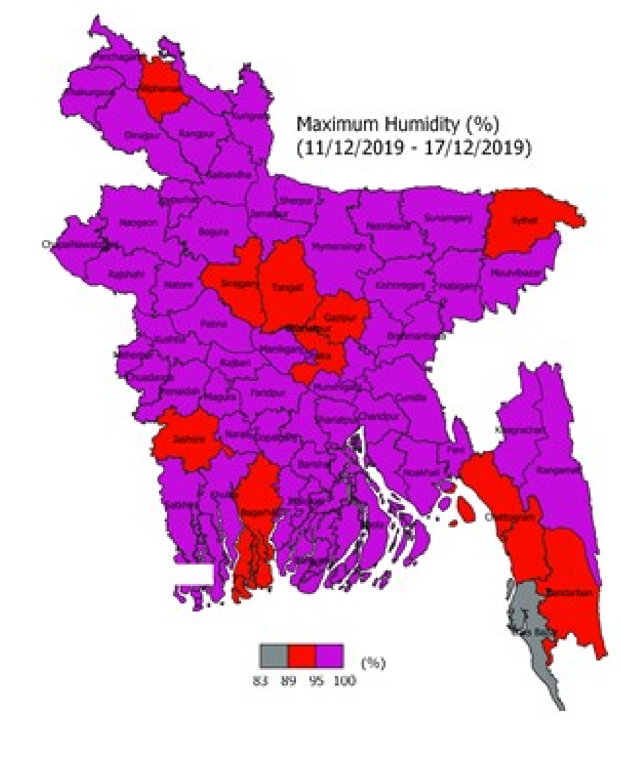
Maximum Humidity (%)
(11/12/2019 - 17/12/2019)
(%)
83 89 95 100

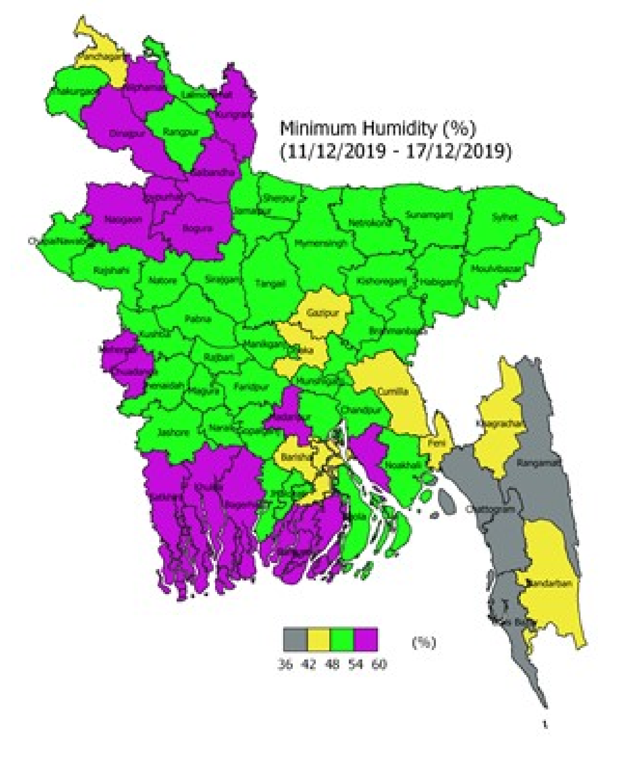
Minimum Humidity (%)
(11/12/2019 - 17/12/2019)
(%)
36 42 48 54 60

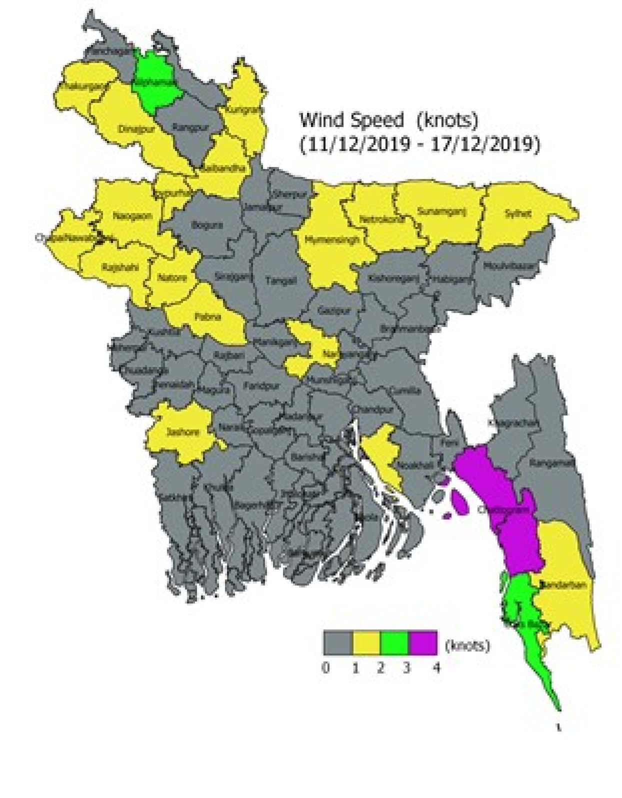


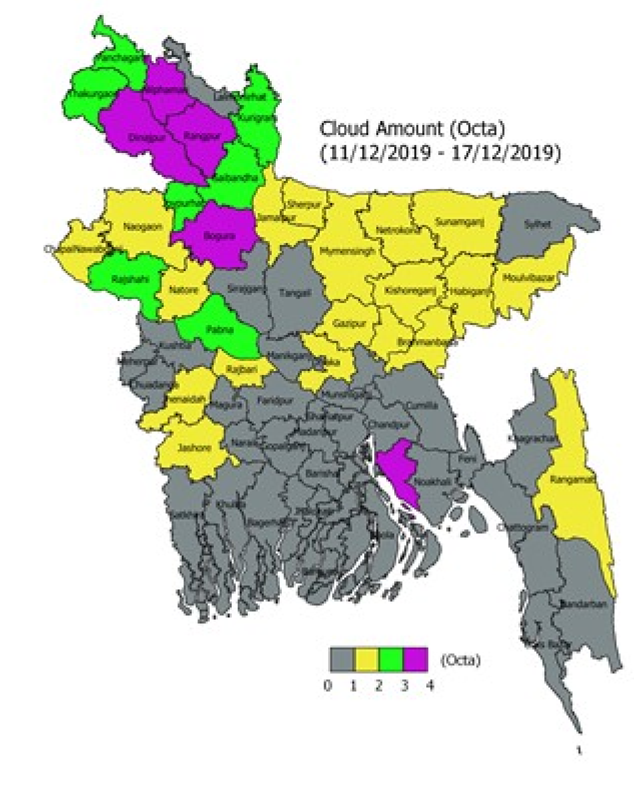


# আবহাওয়া পূর্বাভাস

## আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৫/১২/২০১৯ হতে ২১/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.৭৫ থেকে ৬.৭৫ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.২৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে। সেইসাথে এ সময়ের শুরুতে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দুই এক স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি.মি.) বৃষ্টি হতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত কিছু কিছু স্থানে হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

## আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৮ ডিসেম্বর হতে ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

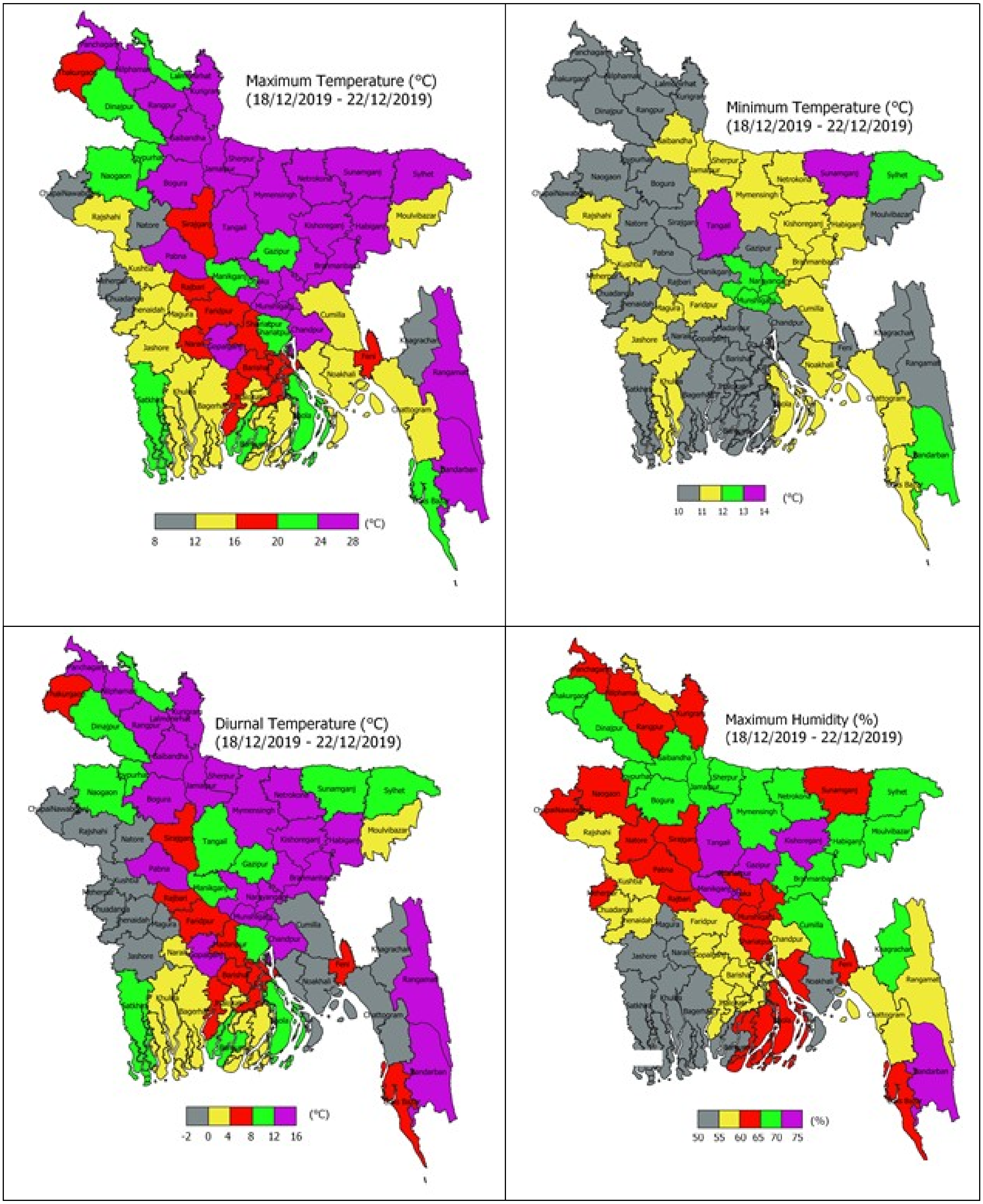

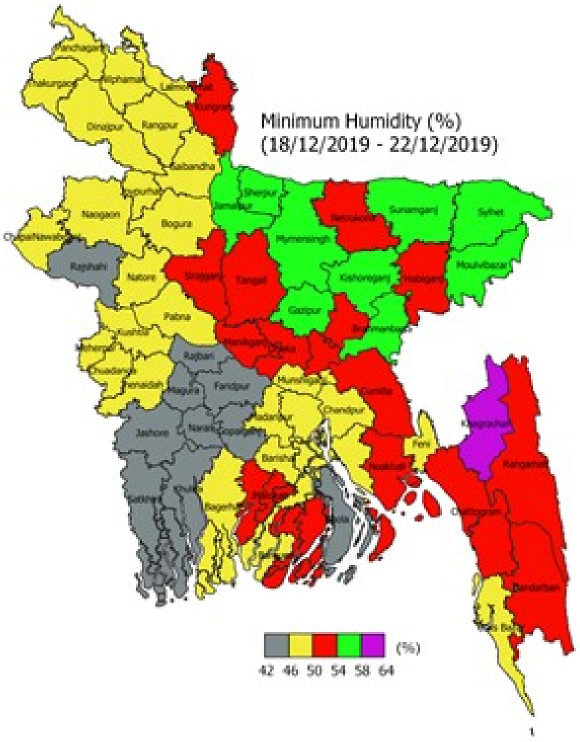
Minimum Humidity (%)
(18/12/2019 - 22/12/2019)
(%)
42 46 50 54 58 64

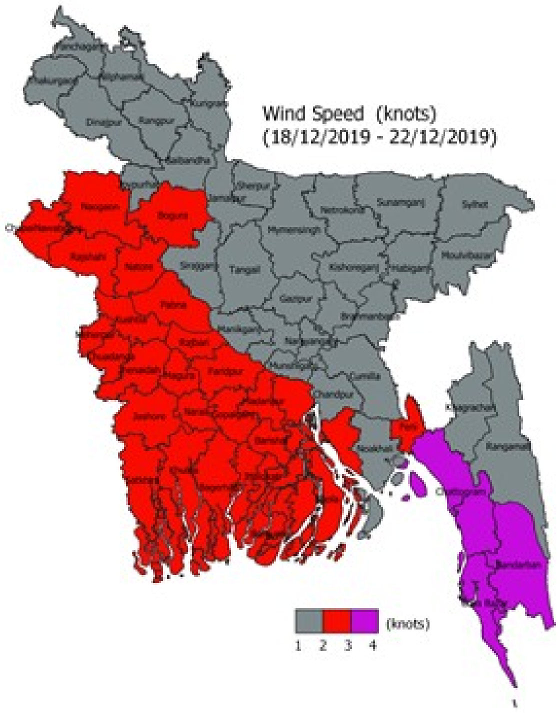
Wind Speed (knots)
(18/12/2019 - 22/12/2019)
(knots)
1 2 3 4

# বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 49 (03 December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

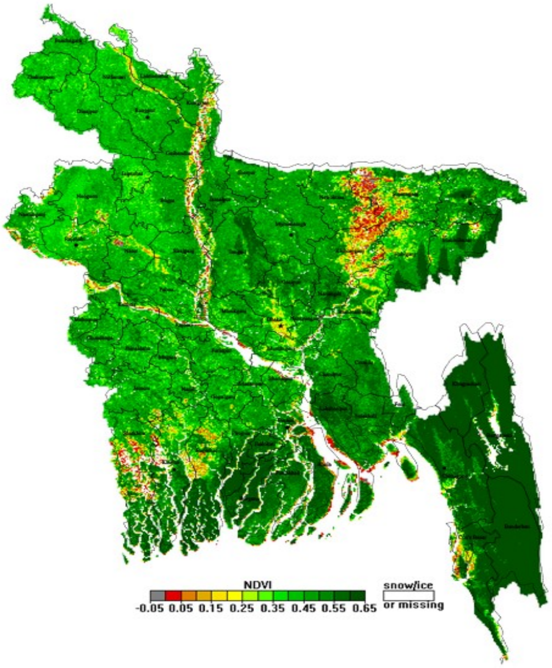


NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 49 (03 December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

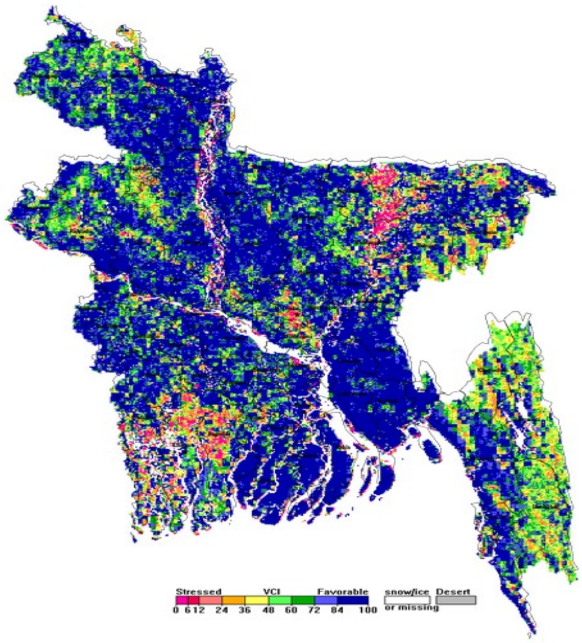


NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 49 (03 December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

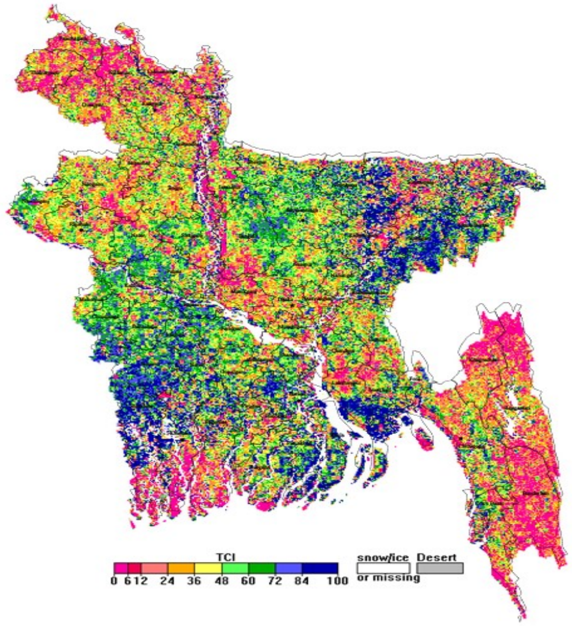


NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 49 (03 December-09 December) over Agricultural regions of Bangladesh

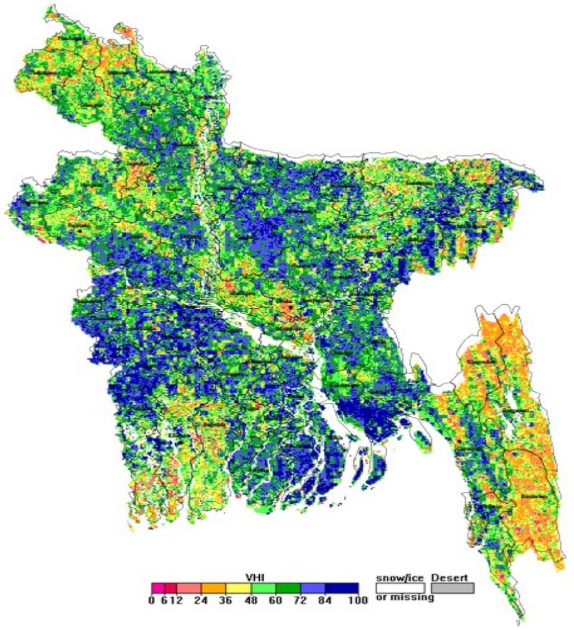

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর সহ গত চার সপ্তাহের মধ্যে কিছু জেলা বাদে সমগ্র বাংলাদেশে হালকা ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং বাংলাদেশের কিছু জেলায় মাঝারি থেকে মারাত্মক শুষ্ক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

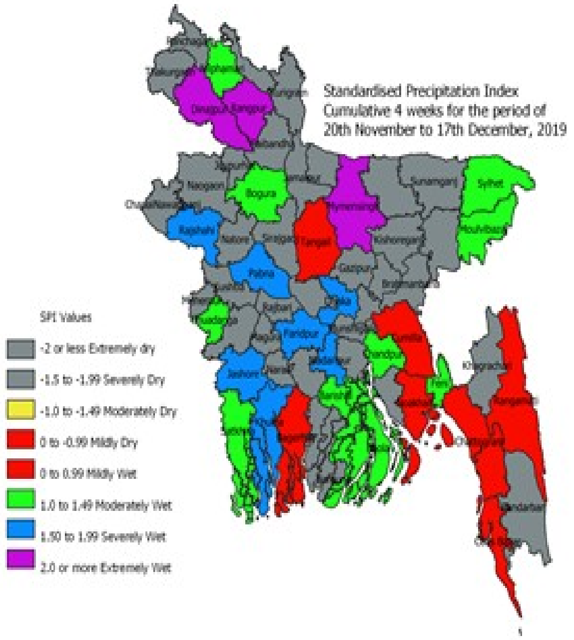


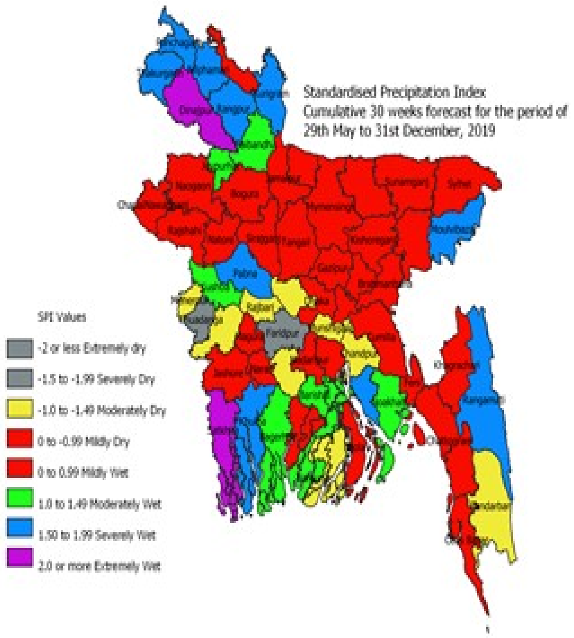


Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর